ফসলের নাম	:	সরিষা
জাতের নাম	:	**বারি সরিষা-১৯**
ছবি	:	
জাতের বৈশিষ্ট্য	:	জীবনকাল ৯০-১০৫ দিন। আমন ধান-সরিষা-পাট/আউশ/ডাল জাতীয় ফসল/অন্যান্য ফসল শস্যবিন্যাসে চাষের উপযোগী। গাছের উচ্চতা ১২০-১৩০ সে. মি.। পাতা হালকা সবুজ রংয়ের, অমসৃন। লোম এবং বোটা যুক্ত। শাখার সংখ্যা সাধারণত: ৩-৫টি। শাখা থেকে প্রশাখা বের হয়। প্রতি গাছে শুঁটির সংখ্যা ২৬৪-৪৭৪টি। শুঁটি দুই কক্ষ বিশিষ্ট। প্রত্যেক শুঁটিতে বীজের সংখ্যা ১৬-১৯টি। বীজের রং পিঙ্গল বর্ণের। এই জাতটি লবণাক্ততা ও খাড়া সহিষ্ণু।
উপযোগী এলাকা	:	বাংলাদেশের সর্বত্রই এ সরিষার চাষ করা যায়।
বপন সময় ও সংগ্রহের সময়	:	বপন সময়: ১৫ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর বীজের পরিমান: প্রতি হেক্টরে ৬-৭ কেজি, প্রতি একরে ২.১-২.৪ কেজি ও বিঘা প্রতি ০.৭০-০.৮০ কেজি বীজ প্রয়োজন। সংগ্রহের সময়:এ জাতের সরিষার পরিপক্কতার সময় ৯০-১০৫ দিন। যখন গাছের শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ শুটি খড়ের রং ধারণ করে তখনই সরিষা কাটতে হবে।
ছবিসহ রোগবালাই	:	পাতা ঝলসানো রোগ হোয়াইট মোল্ড রোগ ক্লাব রোট রোগ
রোগবালাই দমন ব্যবস্থা	:	পাতা ঝলসানো ও হোয়াইট মোল্ড রোগ দেখা দিলে রোভরাল-৫০ ডব্লিউপি ০.২% হারে (প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম) মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ক্লাব রোট দেখা দিলে পরের বছরে সেই জমিতে সরিষা আবাদ করা যাবে না।
ছবিসহ পোকামাকড়	:	কাটই পোকা জাব পোকা

পোকামাকড় দমন ব্যবস্থা	:	জাব পোকা সীমিত পরিসরে দেখা দিলেই ম্যালথিয়ন ৫৭ ইসি ২ মিলি বা এডমায়ার ২০০ এম এল ০.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকাল ৩ টার পর ১০ দিন অন্তর দুই বার স্প্রে করতে হবে। কাটুই পোকা দেখা দিলে নাইট্রো-৫০৫ ইসি ২ মিলি/লি: লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর অন্তর ২ বার বিকেল ৩টার পর ব্যবহার করতে হবে।
সার ব্যবস্থাপনা	:	সরিষা ফুল আসার পূর্ব পর্যন্ত তাড়াতাড়ি শারীরিক বৃদ্ধির জন্য বেশির ভাগ সার গ্রহণ করে থাকে। সেজন্য অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সার শেষ চাষের আগে জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে এবং বাকি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ হিসেবে চারা গজানোর ২০-২২ দিন পর অর্থাৎ ফুল আসার আগেই প্রয়োগ করতে হবে। উপরি প্রয়োগের সময় জমিতে রস থাকা বাঞ্চনীয়। রস কম থাকলে হালকা সেচ দেওয়ার পর ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
হেক্টর প্রতি ফলন	:	শস্যদানা: ১৭০০-২৫০০ কেজি/হে: লাকড়ি: ৩-৩.৫ টন/হে: